A-4186

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) প্রকল্প

কৃষি,পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শের-ই-বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত তথা ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত এলাকা ভিত্তিক জমি চিহ্নিত করার বিষয়টি সরকার গুরুত্বারোপ করেছে এবং এতদউদ্দেশে "উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি এবং সমতল ভূমির ২টি জেলায় মোট ১৫২ টি উপজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন" করে প্রথম পর্যায়ে ২০০৬-২০১১ মেয়াদে পাইলট আকারে একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় বর্তমানে "জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প"টি দেশের ৪০টি জেলার ৩০১টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

"জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটির মুল কার্যক্রম হচ্ছে- জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং উপগ্রহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করে ভূমির ব্যবহার ভিত্তিক জোনিং মানচিত্র প্রণয়ন সহ প্রতিবেদন (Report) পেশ করা। মোট ১৯৫২.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রথম সংশোধিত প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ২ বৎসর (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) বৃদ্ধি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে।

সমীক্ষাটির তথ্য সংগ্রহের জন্য আইএমইডি ৫ (পাঁচ) জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেয়। উত্তরদাতাদের সরাসরি প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমীক্ষাটি পরিমাণগত এবং গুণগত ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে তথ্যসংগ্রহকারীগণ-উপকারভোগী জরিপ, কেআইআই, এফজিডি ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন । মোট ১০টি জেলার ৩০টি উপজেলার ৬০টি ইউনিয়নে নমুনা জরিপ পরিচালনা করা হয়। ১৫০০ জন উত্তরদাতার নিকট হতে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিটি জেলা সদরের ১ (একটি) করে ইউনিয়নে মোট ১০ টি এফজিডির আয়োজন করা হয় যেখানে ১০ হতে ১২ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। নমুনায়িত উপজেলা সমূহের ১০(দশ)টিতে কেআইআই (KII) পরিচালনা করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাদি এবং প্রশ্নোত্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০৩.৭৮ লক্ষ টাকা (৫১%)। এ পর্যন্ত ১০০টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জুন, ২০১৫ এর মধ্যে ১৫০টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩০টি উপজেলার ৬০টি ইউনিয়নের মোট ১৫০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১১.৫ শতাংশ উত্তর দাতা ভূমি জোনিং বিষয়ে অবহিত রয়েছে বলে জানিয়েছেন। বাকী ৮৮.৫ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্পটি সম্পর্কে অবহিত নন বলে মত ব্যক্ত করেছেন। নমুনা নির্বাচনের সময় (পৃষ্ঠা-১৪,অনুচ্ছেদ-২.২.২) অন্তত ১০ শতাংশ মহিলা উত্তরদাতা হিসাবে নির্বাচনের কথা ছিল। তবে জরিপে মোট উত্তরদাতার মধ্যে ২১ শতাংশ মহিলা উত্তরদাতা পাওয়া গেছে।

প্রতিটি জেলা সদরের ১ (একটি) করে ইউনিয়নে মোট ১০ টি ফোকাস গ্রুপ (FGD) আলোচনা (এফজিডি) আয়োজন করা হয়, যেখানে ১০ হতে ১২ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। FGD আলোচনায় মত প্রকাশ করা হয়েছে যে,

- কৃষি জমির অপব্যবহার হ্রাসের জন্য ভূমি জোনিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে;
- কৃষি জমি শুধুমাত্র কৃষি কাজের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃষক নয় এমন কারও নিকট কৃষি জমি বিক্রয় বন্ধ করা যেতে পারে;

- যারা শুধুমাত্র কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল এবং কৃষি যাদের উপার্জনের মাধ্যম এবং যারা জমি চাষের উপর নির্ভর করে তারাই শুধুমাত্র কৃষি জমির মালিকানা রাখতে পারবেন। আইন ভঙ্গ কারীদের জরিমানাসহ শাস্তি প্রদানের বিধান করা যেতে পারে; এবং
- কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্পখাতের উন্নয়নের উপরে নির্ভরশীল। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশে একটি কাঠামোগত শিল্পখাতের নিশ্চয়তা বিধান করেই ভূমি জোনিং এর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

নমুনায়িত উপজেলা সমূহের ১০(দশ) টিতে কেআইআই (KII) পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে,

- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঠিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- উপযুক্ত জোনিং অনুযায়ী ভূমির শ্রেণিবিন্যাস বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব টেকসই অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে;
- ভূমি জোনিং এর সঠিক ব্যবহার শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে; এবং
- জমির শ্রেণিবিন্যাস ও ভৌগলিক এলাকার সীমানা নির্ধারণ জমির সঠিক ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে।

পণ্য (Goods) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুযায়ী ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১০টি প্যাকেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকী ৯টি প্যাকেজ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। যে সব প্যাকেজ সম্পন্ন করা হয়েছে তা পিপিআর ২০০৮- এর নিয়মনীতি অনুসরণ করে যথা প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। সেবা ক্ষেত্রে ৩টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি (১টি আংশিক) ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১টি প্যাকেজ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

জুলাই, ২০০৬ হতে-জুন, ২০১১ মেয়াদে "Study of Detailed Coastal Land Zoning with Two Pilot Districts of Plain Land" প্রকল্পটি উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি এবং সমতলভূমির ২টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির তিনটি জেলার তিনটি উপজেলা (কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলা, ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলা) হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১২.৭ শতাংশ উত্তর দাতা জানিয়েছেন যে তার প্রকল্পটি সম্পর্কে জানেন। ৮৭.৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্পটি সম্পর্কে অবহিত নন বলে জানিয়েছেন।

"জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়) প্রকল্প"টির ১৫০টি উপজেলার প্রতিবেদন (Report) চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবৎসরে প্রকাশের কাজ চলছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন (Report) সমূহের মধ্যে ১০টি প্রতিবেদন (Report) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেশির ভাগ উপজেলা গুলোকেই কৃষি জোনের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, কৃষি জোনকে বেশ কিছু সাব-জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ-Agro-Fisheries Zone, Agro Forest & Fisheries Zone, Agriculture – Sugernill zone, Agro-suger-urban zone, এগ্রো- হারবাল জোন ইত্যাদি। বেশির ভাগ উপজেলার অধিকাংশ ইউনিয়ন সমূহকে কৃষি জোনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং বাকী জোন সমূহকে একিভূত করে পৌরসভা তথা Agro plus other-Zone হিসাবে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের অধিকাংশ উপজেলার বেশীর ভাগ

ইউনিয়নই কৃষি জোনের আওতাভূক্ত এবং অন্যান্য এলাকা সমূহ মিশ্র প্রকৃতির হওয়ায় আলাদা আলাদা জোনে বিভাজন করা ততটা সহজ নয় ফলে কৃষি বর্হিভূত জোন গুলোকে একটি জোনে অর্ন্তভূক্ত করে Mixed-Zone হিসাবে দেখানোর বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে বড় শহরগুলোর আসে পাশের এলাকাগুলোকে অন্যান্য সুস্পষ্ট জোনে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রণীত প্রতিবেদনগুলি আকারে বড় হওয়ায় এর ব্যাপক প্রচার সহজ হচ্ছে না। উপজেলা সমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কপি প্রেরণ করা হলেও সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিবেদন সমূহের সঙ্গে ছোট আকারের বুকলেট / ব্রোশিউয়্যার ইত্যাদি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করে তা ব্যাপক প্রচার করা যেতে পারে। আরও উল্লেখ্য যে, প্রতিবেদন সমূহ ইংরেজীতে প্রণয়ন করা হচ্ছে। ফলে, প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার সমূহ ভূমি জোনিং এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে তা বাংলায় প্রণয়ন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সুপারিশমালাঃ

(ক) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুপারিশ ঃ

১। ভূমি জোনিং সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন এবং সুবিধাভোগীদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য - সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া, রেডিও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা যেমন বিল বোর্ড স্থাপন, পোস্টার, বুকলেট, শর্টফিল্ম, সিনেমাহল সমূহে ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি আকারে প্রচার চালানো প্রয়োজন;

২। ভূমি জোনিং কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে একটি আলাদা 'উইং' গঠণ করা যেতে পারে;

৩। প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ সমূহ সঠিক ভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় উক্ত এলাকার প্রতিবেদন ও ম্যাপ সমূহ রিভিউ করে আপডেট করা প্রয়োজন;

৪। দেশের বেশির ভাগ উপজেলা সমূহে কৃষি জোনের বাইরে অন্যান্য জোন সমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় গ্রামাঞ্চল সমূহকে প্রধানতঃ দুটি জোন- যথা কৃষি জোন (Agriculture Zone) এবং মিশ্র প্রকৃতির জোন (Mixed-Zone)-এ বিভাজন করা যেতে পারে। যে সব এলাকায় সুস্পষ্ট জোনিং করা সম্ভব যেমনঃ বড় শহরের নিকটবর্তী এলাকা সমূহ , মেট্রোপলিটান এলাকা সমূহ, উপকুলীয় এবং পাহাড়ী ইত্যাদি এলাকা সমূহ দুই এর অধিক জোনে বিভাজন করা যেতে পারে;

৫। ভূমি জোনিং এর প্রত্যাশিত ফলাফল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। চলতি প্রকল্পে সম্ভব না হলে এ বিষয়ে রাজস্ব অথবা উন্নয়ন বাজেট হতে একটি আলাদা কর্মসূচী/ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;

৬। জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি জোনিং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি গঠণ করা যেতে পারে; এবং

৭। সরকার বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ২৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেসরকারি পর্যায়ের ৫টি সহ) স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহকে ভূমি জোনিং এর ম্যাপে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

(খ) সাধারণ সুপারিশ ঃ

১। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত খসড়া আইনটি সত্বর চূড়ান্ত করা প্রয়োজন;

২। দুই বা ততোধিক ফসলী কৃষি জমিতে হাটবাজার, বাণিজ্যিক শিল্প এলাকা, আবাসন রাস্তাঘাট স্থাপনা নির্মাণ স্থগিত করা প্রয়োজন । যে সব এলাকা পূর্ব হতেই আবাসনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সে সব এলাকাকে আবাসন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা এবং আবাসনের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় কোন শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন স্থগিত করা যেতে পারে;

৩। সড়ক বা মহাসড়ক নির্মানের সময় উর্বর কৃষি জমি (দুই বা ততোধিক ফসলী) কে পরিহার করা প্রয়োজন;

৪। অনুর্বর, অকৃষি জমিতে আবাসন, বাড়িঘর, ইটের ভাটা, শিল্প কারখানা প্রভৃতি স্থাপনা করা যাবে। খোলা ইটের ভাটা নির্মান পরিহার করা প্রয়োজন;

৫। যে কোন শিল্প কারখানা, সরকারী বেসরকারী ভবন, বাসস্থান ইত্যাদি নির্মানের ক্ষেত্রে ভূমির উর্ধ্বমুখী ব্যবহার (Vertical Expansion) কে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে;

৬। কৃষি জমিকে যে কেউ ক্রয়/ বিক্রয় করতে পারবেন তবে কৃষি জমিকে শুধুমাত্র কৃষি কাজেই ব্যবহার করা যাবে;

৭। ভূমি জোনিং এবং ভূমির অবক্ষয় রোধ ও অপচয় হ্রাসকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় ছাড়াও এজিইডি, ইউডিডি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কাজ করে। এ সকল সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা পূর্বক মাঠ পর্যায়ে ভূমি জোনিং কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন; এবং

৮। ভূমির অপচয় রোধকল্পে জমি অধিগ্রহণ নূন্যতম পর্যায়ে রাখতে হবে এবং অধিগ্রহণকৃত জমির অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে; সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত, শিল্প কারখানা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে একই এলাকায় নিবিড়ভাবে (Compact) স্থান সংকুলানের উপর জোর দিতে হবে।